ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস:
প্রক্রিয়া, কারণ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

৫ আগস্ট ২০১৫

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস: প্রক্রিয়া, কারণ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
নিহার রঞ্জন রায়, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নীনা শামসুন নাহার, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
রুমানা শারমিন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, রবিউল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী হোসেন, জাফর সাদেক চৌধুরী, মাহমুদ হাসান তালুকদারের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। গবেষণায় অন্যান্য যারা বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন তারা হলেন, সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের হাসান আলী, সাভার সনাকের এরিয়া ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের মোরশেদা আক্তার, গবেষক দল তাদের সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদানের জন্য রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস: প্রক্রিয়া, কারণ ও উত্তরণের উপায়*

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিটি স্তর শেষে মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং পরবর্তী স্তরে প্রবেশে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীর যথাযথ মূল্যায়ন ব্যাহত হওয়া, শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস পাওয়া এবং অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। সরকারের পক্ষ হতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার পরও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রশ্ন ফাঁসের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দেখা যায়। তবে প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক আলোচনা হলেও এ বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। টিআইবি যে পাঁচটি সেবা খাতকে প্রাধান্য দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে শিক্ষা তার মধ্যে অন্যতম; এরই ধারাবাহিকতায় প্রশ্ন ফাঁসের পেছনে সুশাসনের ঘাটতিজনিত কারণ অনুসন্ধানে এই গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার উদ্দেশ্য প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া ও কারণ চিহ্নিত করা এবং উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা। শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের ভিত্তিস্বরূপ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই), জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি ও এইচএসসি) পরীক্ষাগুলো গবেষণার আওতাভুক্ত। গবেষণায় পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন, ছাপানো, পরিবহন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া ও কারণ, এবং প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ গবেষণায় প্রাপ্ত অভিযোগগুলো সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন বা কর্তৃপক্ষের সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে প্রশ্ন ফাঁসের সম্ভাব্য প্রক্রিয়া ও বিতরণের ক্ষেত্রে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎসের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে মোট ৬২ জনের কাছ থেকে এবং দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মতামত দেন মোট ৩২ জন তথ্য প্রদানকারী, যাদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষাবোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিজি প্রেসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা, তদন্ত কমিটির সদস্য, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, কোচিং সেন্টারের মালিক, ফটোকপির দোকানের কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক ফোরামের প্রতিনিধি। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন, সরকারি প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশনা, সরকারি প্রতিবেদন, তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ, প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ। ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২. গবেষণার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

২.১ প্রশ্ন ফাঁস সম্পর্কিত তথ্য

বাংলাদেশে ১৯৭৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে এই প্রবণতা শুরু হয়। গত শতকের সত্তরের দশক থেকে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটলেও গত পাঁচ বছরে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ একটি নিয়মিত ঘটনা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চার বছরে বিভিন্ন বিষয়ের মোট ৬৩টি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ২০১৩ ও ২০১৪ সালের পিইসিই ও জেএসসি পরীক্ষার সবগুলো পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার অভিযোগের তথ্য পাওয়া যায়।

২.২ প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট আইন

প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে পৃথক কোনো আইন না থাকলেও পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) (সংশোধনী) আইন ১৯৯২, এর ধারা ৪ (ক) ও (খ) এ কোনো পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে কোনো প্রশ্ন সংবলিত কোনো কাগজপত্র অথবা পরীক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে বলে মিথ্যা ধারণা দিয়ে কোনো প্রশ্নের সাথে হুবহু মিল আছে বলে বিবেচিত হওয়ার অভিপ্রায়ে লিখিত কোনো প্রশ্ন সংবলিত কোনো

* ২০১৫ সালের ৫ আগস্ট ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর ঢাকা কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত।

কাগজ যে কোনো উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করলে চার বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন একধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি বা অধিভুক্তি বাতিল প্রভৃতি শাস্তির ব্যবস্থার বিষয়ে বলা হয়েছে; নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) আইন ১৯৮০ অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ৭ বছরের জেল অথবা সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ধারা ৬৩ (১, ২) প্রশ্ন ফাঁসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২.৩ প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ

এখন পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার, চারজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ ও মামলা দায়ের, একটি পরীক্ষা ও একটি কেন্দ্র স্থগিত করা হয়। গত পাঁচবছরে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে এ পর্যন্ত চারটি তদন্ত কমিটি গঠন করার তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া ২০১০ থেকে তদারকি ও মনিটরিংয়ে ক্ষেত্রে বিজি প্রেসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। শুধু পিইসিই পরীক্ষা পরিবীক্ষণের জন্য ২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ৬৪ কর্মকর্তাকে ৬৪ জেলায় দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ সালে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষাকে সামনে রেখে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয় তদারকির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জাতীয় মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২.৪ ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর সম্ভাব্য প্রক্রিয়া

প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় পরীক্ষার কয়েক দিন আগে থেকে প্রশ্ন পাওয়ার খবর শোনা যায়। এর মধ্যে কিছু প্রশ্ন পাওয়া যায় যেগুলোর সাথে মূল প্রশ্ন আংশিক মিলে যায়, কিছু প্রশ্ন থাকে ভুয়া যেগুলো আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যার পর থেকে যেসব প্রশ্ন পাওয়া যায় সেগুলোর সাথে মূল প্রশ্নের সর্বাধিক মিলে যাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিভিন্ন নেটওয়ার্কে (বিশেষ করে যেসব উৎস প্রশ্ন সরবরাহ করার আশ্বাস দিয়েছিল এবং/ অথবা দিতে পারার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত) খবর রাখে এবং সম্ভাব্য সবার সাথে সবাই যোগাযোগ রক্ষা করে। বহুনির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ও ছড়ানোর বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজতর হওয়ায় এই পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার তথ্য বেশি পাওয়া যায়। ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতার কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার আগে গ্রামাঞ্চলেও প্রশ্ন পৌঁছে যায়।

২.৫ প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি

২.৫.১ প্রশ্ন প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ পর্যায়: পিইসিই, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বোর্ডের নির্দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশ্নকর্তা নিয়োগ করার জন্য শিক্ষক বাছাই করার মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রশ্ন প্রণয়নের প্রাথমিক কার্যক্রম। শিক্ষক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটি সিন্ডিকেট তৈরি হয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে এ বিষয়টিকে পুঁজি করে নিজ নিজ স্কুল ও কোচিং সেন্টারে সাজেশন হিসেবে ঐ প্রশ্নগুলো দিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের দ্বারা প্রশ্ন চূড়ান্ত হয়ে যায় বলে এ পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একাংশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকার সুযোগ রয়েছে। আবার মডারেশন পর্যায়ে প্রশ্ন চূড়ান্ত হয়ে যায় বলে এ পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকার সুযোগ থেকে যায়।

২.৫.২ প্রশ্ন ছাপানোর পর্যায়: কম্পোজার প্রশ্ন দেখার সুযোগ পান বলে কম্পোজ করার সময় একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এছাড়া কম্পোজ হয়ে গেলে সেটির প্রুফ দেখার সময় প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থাকে। ছাপানোর কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এককভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে প্রশ্ন মুখস্ত করে প্রশ্ন ফাঁস করার তথ্য পাওয়া যায়। আবার কম্পোজের পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কম্পোজার কর্তৃক সংরক্ষণের সময়ও প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থাকার তথ্য পাওয়া যায়। মুদ্রণ কাজ শেষে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত আকার ধারণ করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। ডিজিটাল পেপার কাউন্টার পদ্ধতি না থাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হলেও প্রশ্ন গণনা ও প্যাকেট করার সময় প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থেকে যায়। তাছাড়া বিতরণের আগে সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্তদের একাংশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

২.৫.৩ প্রশ্ন বিতরণ পর্যায়: প্রশ্ন সংরক্ষণ ও বিতরণের সময় ছাপানো প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসকের (জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ থানা/ ব্যাংক) কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে ফাঁস হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। থানায় বা ভল্টে সংরক্ষণ করে রাখার সময় রাতের বেলা পিয়নের কাছে চাবি দিয়ে তার হেফাজতে প্রশ্ন রাখা হয়; প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ পর্যায়ে যোগসাজশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি থাকে। পরীক্ষার পূর্ব দিন ট্রাংক খুলে যাচাই করে দেখে পুনরায় সিলগালা করার সময় ও পরীক্ষার দিন সকালে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্তদের দ্বারা ট্রাংকের ভেতরে দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী ঐ দিনের জন্য নির্ধারিত সেটের প্রশ্ন

কেন্দ্রে সরবরাহ করার সময় অন্য বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন সহ ট্রাংক পুনরায় সিলগালা করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

বহুনির্বাচনী অংশের প্রশ্নের প্যাকেট পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে খোলার নিয়ম থাকলেও এক থেকে দুই ঘন্টা পূর্বেই সিলগালা প্যাকেট খুলে হাতে লিখে বা মুঠোফোনে প্রশ্নের ছবি তুলে খুদে বার্তা, ইমেইল, ফেসবুক, ভাইবারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার কাজে শিক্ষকদের একাংশের সম্পৃক্ত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, বহুনির্বাচনী প্রশ্ন অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করার সুযোগ থাকায় এ প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন ফাঁস অধিক কার্যকর হচ্ছে। এমনকি সৃজনশীল অংশের প্রশ্ন এক-দেড় ঘন্টা পূর্বে পাওয়া গেলেও তার উত্তর তৈরি করে পরীক্ষা দেওয়া খুবই সহজ। আবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেও প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার তথ্য রয়েছে।

২.৬ ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর মাধ্যম

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের একটি অংশের বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। প্রশ্ন ফাঁস ও বাজারজাত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে কতিপয় কোচিং সেন্টার। বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন সংগ্রহ ও ফটোকপি করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে বিতরণের অভিযোগ পাওয়া যায়। গাইডবইয়ের ব্যবসায়ীদের সাথে সৃজনশীল অংশের প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারীদের মধ্যে যোগসাজশ লক্ষণীয়। গাইড বইয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো সৃজনশীল অংশে হুবহু প্রশ্ন আকারে তুলে দেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের পরপরই বিতরণের জন্য ফটোকপি দোকানগুলো কাজ করে এবং অর্থের বিনিময়ে লাভবান হয়। ফাঁসকৃত প্রশ্ন পেলে শিক্ষার্থী/ অভিভাবক/ বন্ধু-বান্ধব/আত্মীয়-স্বজন সেগুলো অন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরকে স্বেচ্ছায় প্রদান ও প্রচার করে। মোবাইল/ ওয়েবসাইট/ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পর পরই ইমেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন ওয়েবসাইটের পোস্ট বা লিংকের (উত্তরসহ বা উত্তরছাড়া) মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

২.৭ প্রশ্ন ফাঁসে অর্থের সংশ্লিষ্টতা

প্রশ্ন প্রণয়নের সময় থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সংশ্লিষ্টদের সক্রিয় থাকার তথ্য পাওয়া যায়। তারা মূলত প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার প্রয়াস চালায়। তবে কোনো কোনো অংশীজনের আর্থিক লেনদেন ছাড়াই প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত থাকার প্রবণতা দেখা যায়, যেমন মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওয়েবসাইটের লিংক আদান-প্রদানের সাথে যারা জড়িত এবং আত্মীয়-স্বজনদের একাংশ যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দেওয়ার জন্য 'সাহায্য' করার নামে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন যোগাড় করা বা শিক্ষার্থীর কাছে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে জড়িত থাকে। আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে প্রশ্ন ফাঁস করা ও বিতরণ এবং ফাঁস হওয়া প্রশ্ন হাতে পাওয়ার ক্ষেত্রে ২০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা পরিমাণ পর্যন্ত পরিশোধের তথ্য পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের জন্য বিভিন্ন ধরনের চুক্তির বিষয়ে জানা যায়। ফাঁসকৃত প্রশ্ন পেতে কখনো এককভাবে এবং কখনো গোষ্ঠীগতভাবে (যেমন কোচিং সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) অর্থের বিনিময় হয়ে থাকে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সরাসরি অর্থ লেনদেনের ঘটনা ঘটে, যেমন ফ্লেক্সি লোড বা প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্ন সরবরাহকারীকে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করা হয়। আবার প্রশ্ন সরবরাহকারীকে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে পরোক্ষভাবেও চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করার তথ্য পাওয়া যায়। প্রশ্নের ধরন, প্রশ্ন পাওয়ার সময়, স্থান ও প্রশ্ন প্রদানকারী ভেদে অর্থের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। যেমন প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পূর্বে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকে, আবার প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পর অর্থ পরিশোধ করা হয়, এমনকি পরীক্ষায় প্রশ্ন মিলে যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করার ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়।

২.৮ প্রশ্ন ফাঁসের কারণ

তদন্ত কমিটি গঠন ও পরীক্ষা স্থগিত করে পরোক্ষভাবে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি স্বীকার করলেও প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টিকে অস্বীকার করা হয়। অনেক সময় 'সাজেশন কমন পড়া' আর 'প্রশ্ন ফাঁস' হওয়া এক নয় বলে যুক্তি দেখানো হয়। আইনের শাসনের ঘাটতি প্রশ্ন ফাঁসের মত বিষয়টিকে উৎসাহিত করছে। তাছাড়া দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও সময়সাপেক্ষতার ফলে অধিক জনবলের সম্পৃক্ততার ফলে পর্যাপ্ত তদারকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়ায় প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। একই শিক্ষক প্রতিবছরই প্রশ্ন প্রণেতা হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় এই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে নিজ নিজ স্কুল ও কোচিং সেন্টারে সাজেশন হিসেবে প্রশ্ন দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। বিজি প্রেসে জনবলের ঘাটতি নিয়েই নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে আরও দু'টি পাবলিক পরীক্ষার (পিইসিই ও জেএসসি) প্রশ্ন ছাপানোর দায়িত্ব। তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না করা ও সুপারিশ বাস্তবায়ন না করা, প্রশ্ন ফাঁসে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। প্রশ্ন গণনার কাজ ম্যানুয়ালি করায় ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। বিজি প্রেসে প্যাকেটজাত করার জন্য প্রশ্ন হাতে গণনা করার সময় প্রশ্ন দেখে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। পিইসিই পরীক্ষায় একসেট প্রশ্ন থাকা অর্থাৎ বিকল্প প্রশ্ন না থাকায় ফাঁস করা সহজতর হচ্ছে।

পরিবর্তিত শিক্ষা ও পরীক্ষা কাঠামোর ওপর শিক্ষকদের যথাযথ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতির কারণে সৃজনশীল অংশ নিয়ে প্রশিক্ষণের ঘাটতি, পাঠদানের পরিবর্তে শিক্ষকদের ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহ ও সরবরাহে অংশগ্রহণ/ সহায়তা করার প্রবণতা লক্ষণীয়। 'তথাকথিত সাফল্যের ধারা' অব্যাহত রাখতে এবং প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে প্রশ্ন ফাঁসে সম্পৃক্ত হয় কোচিং সেন্টারগুলো। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর তদারকি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘাটতির কারণে প্রশ্ন ফাঁসে সামাজিক যোগাযোগ বা ফেসবুক, ইমেইল, ওয়েবসাইট ও মোবাইল ফোন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবক তাৎক্ষণিক সাফল্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণেও প্রশ্ন ফাঁসের প্রবণতা তৈরি হয়েছে।

২.৯ প্রশ্ন ফাঁসের ফলাফল ও প্রভাব

একদিকে আসল প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে ও অন্যদিকে প্রশ্ন ফাঁসের প্রপঞ্চকে কাজে লাগিয়ে ভুয়া প্রশ্ন দিয়ে সম্পৃক্তদের বাণিজ্য করতে দেখা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একাংশের 'তথাকথিত সুনাম' ও পাশের হার বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন কেনার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করার উদাহরণ রয়েছে। কোচিং ব্যবসার সাথে স্কুলের শিক্ষকরাও জড়িত থাকে বলে দেখা যায়। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার কথা ভেবে পাঠদানের চেয়ে প্রশ্ন সংগ্রহ করার চেষ্টায় অধিকতর মনোযোগী থাকেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়া ও কম পরিশ্রমে ভাল ফলাফল করার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। প্রশ্ন ফাঁসের কারণে সুষ্ঠু পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও পাঠদানের সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পেশাগত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার পরেও প্রশ্ন ফাঁসের কারণে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়।

প্রশ্ন ফাঁসের ফলে একটি নীতিহীন সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বেড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থী থেকে সব ধরনের সুবিধাভোগী ও অংশীজনের মধ্যে প্রশ্ন পাওয়া, অন্যকে বিতরণ ও সর্বোপরি পুরো বিষয়টিকে সহজভাবে নেওয়ার মত মানসিকতা লক্ষ করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে যা নীতি বিবর্জিত প্রজন্ম উপহার দেওয়ার মত বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। প্রশ্ন ফাঁসের কারণে সার্বিকভাবে শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস পায়, যার বিরূপ প্রভাব অদূর অবিষ্যতে দেশের ওপর পড়তে পারে।

চিত্র ১: প্রশ্ন ফাঁসের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

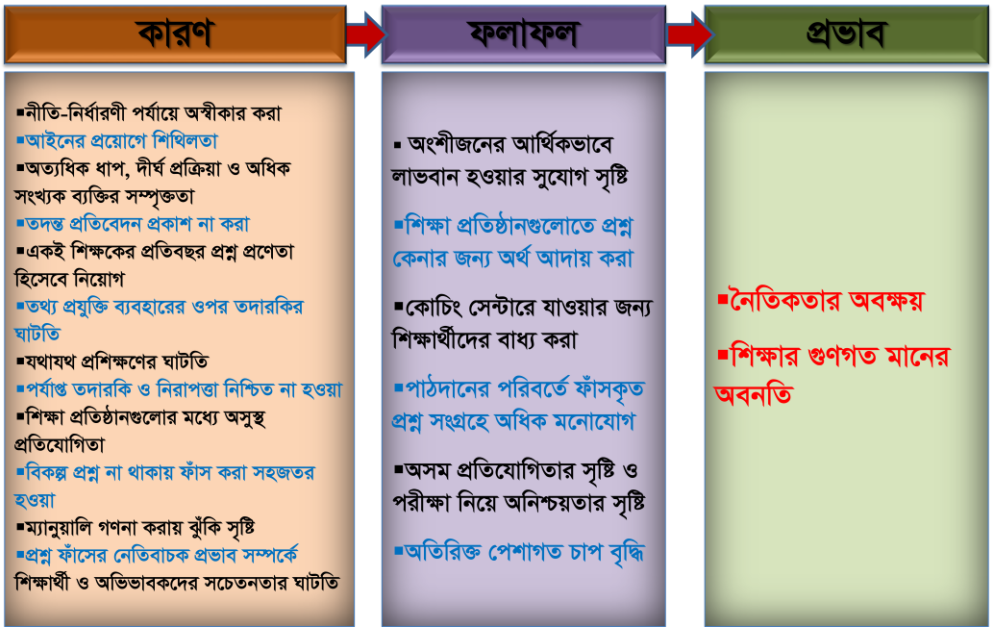

৩. উপসংহার

সার্বিকভাবে বলা যায়, প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সরকারি ও বেসরকারি উভয় অংশীজন জড়িত রয়েছে। প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণের সাথে যেসব সরকারি অংশীজন জড়িত তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের কোনো না কোনো পর্যায়ের সম্পৃক্ততা ছাড়া প্রশ্ন ফাঁস সম্ভব নয়। প্রশ্ন ফাঁস বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে হতে পারে। প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত থাকে। এ কারণে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানকে

এককভাবে দায়ী করা যাবে না। প্রশ্ন প্রণয়নের প্রক্রিয়া দীর্ঘ, সময়সাপেক্ষ, ম্যানুয়াল, এবং এর সাথে অনেক ব্যক্তির সম্পৃক্ততা প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। তিনটি পর্যায়ের মোট ১৮টি ধাপে প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি বিদ্যমান। প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণে তদারকি ও সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর সাথে বেসরকারি পর্যায়ের একাধিক অংশীজন জড়িত থাকে। ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বিত প্রয়াস দেখা যায় এবং ফাঁসকৃত প্রশ্ন বিনামূল্যে ও আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ছড়ানোর তথ্য পাওয়া যায়। প্রশ্ন ফাঁসের জন্য উল্লেখযোগ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োগ দেখা যায় না এবং প্রশ্ন ফাঁসের বিষয় নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অস্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে।

৩.১ সুপারিশ

এ পর্যায়ে গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে যা উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে সরকারের সহায়ক হিসেবে অবদান রাখতে পারে:

প্রশ্ন ফাঁস রোধে সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে:

১. প্রশ্ন ফাঁস রোধে সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে:
   - 'পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২' এর ৪ ধারা পুনরায় সংশোধন করে শাস্তির মাত্রা পূর্বের ধারা অনুযায়ী পুনর্বহাল করতে হবে এবং নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
   - কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধকরণে সরকারের 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ এর অস্পষ্টতা দূর করতে হবে এবং কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন প্রণোদনাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
   - প্রশ্ন ফাঁস রোধ ও সৃজনশীল পদ্ধতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গাইডবইয়ের আদলে প্রকাশিত সহায়ক গ্রন্থাবলী বন্ধে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
২. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর তদারকি বাড়াতে হবে ও প্রচলিত আইনের অধীনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে
৩. ধাপ কমাতে প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণের কাজটি পরীক্ষামূলকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে এবং পরবর্তীতে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।
৪. প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে গঠিত যেকোনো তদন্ত প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫. শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনাগত যেকোনো পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৬. প্রশ্ন ফাঁস রোধে বহুনির্বাচনী প্রশ্নব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে তুলে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
৭. পিইসিই পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট রাখতে হবে।

****